তারিখ ..24.OCT..2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২......

যুগান্তর

খুলনার বয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেধাবীদের শিক্ষকতায় আনতে হবে

হেদায়েৎ হোসেন, *খুলনা ব্যুরো*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীরা না এলে সৃজনশীল পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়ন অসম্ভব। মেধাবীরাই নিত্যনতুন বিষয় উদ্ভাবনে সক্ষম। মেধাবীরা দেশের শীর্ষ পদে অবস্থান নিয়ে মেধা বিকাশের জন্য নতুন ও আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে। আর কম মেধার লোকেরা তা বাস্তবায়নে হিমশিম খায়। খুলনা মহানগরীর বয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, সৃজনশীল পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আসার জন্য আগ্রহ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবুল হাছান বলেন, 'স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হওয়া কোনো শিক্ষার্থীই শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় না। ভালো কোনো পেশায় যাওয়ার জন্য যারা সুযোগ পায় না তারাই বাধ্য হয়ে জীবন-জীবিকার টানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে। এ মেধা দিয়ে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি সফল করা কঠিন।' তিনি সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির সফলতার জন্য আগে মানসম্পন্ন ও মেধাবীদের এ পেশায় আসার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষা কাঠামো প্রবর্তনের দাবি জানান। তিনি বলেন, 'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন ইতিবাচক উদ্যোগ।'

বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা জানান, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বাড়িভাড়া বাবদ ১শ' টাকা আর স্বাস্থ্য খাতে ১৫০ টাকা পেত। যা ১৯৮০-৮১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এরপর বর্তমান সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫শ' টাকা আর স্বাস্থ্য খাতে ৩শ' টাকা নির্ধারণ করে। আর খুলনায় একজন চিকিৎসকের কাছে গেলে আগেই ফি দিতে হয় ৫-৭শ' টাকা। এ অবস্থার মধ্যে শিক্ষক হতে মেধাবীরা আগ্রহী হবে কেন? শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া মেধাবীদের শিক্ষকতায় আনা কঠিন। আর মেধাবী শিক্ষক ছাড়া সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্টিশীলতার বিকাশ আরও কঠিন। প্রশিক্ষণ দিয়ে টাকা খরচ করলে সুফল আসার সম্ভাবনা কম।

গাইড বইয়ের প্রকাশ ও বাজারজাত বন্ধ করতে কঠিন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন উল্লেখ করে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও প্রযুক্তি) ওহাব বুলবুল বলেন, 'মূল বই শিক্ষার্থীদের হাতে আসার আগেই বাজারে গাইড বইয়ে সয়লাব হয়।' তিনি বলেন, 'অপ্রতুল যন্ত্রপাতি ও মাল্টিমিডিয়ার কারণে ডিজিটাল ক্লাস বাধাগ্রস্ত হয়।'

শিক্ষকদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) সরস্বতী ভাদুরী বলেন, 'সৃজনশীলে প্রশ্ন পদ্ধতি ও হবে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

হবে : আনতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সাত দিনের প্রশিক্ষণেও শেখা কঠিন। এ পদ্ধতি গণিতের জন্য সহায়ক নয়।' বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাণিজ্য) রফিকুল ইসলাম বলেন, 'গণিত সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে রাখা উচিত। ১০-১৫ ভাগ শিক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে গণিতের সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝতে সক্ষম।' তিনি বলেন, 'পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের নিয়ে আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে মেধাবীদের এ পেশায় আনতে প্রয়োজন কাঠামোতে পরিবর্তন ও বেতন বৃদ্ধি করা।' তিনি জানান, শিক্ষকদের কাছে ভালো কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না। যা শিক্ষকের জন্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে।

কাল ছাপা হবে : ফরিদপুরের হিতৈষী উচ্চ বিদ্যালয়